৩২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... SEP. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সাথে সাথে যে কোনো মুহূর্তে অচল হবার আশঙ্কা

আবদুল মালেক ঃ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ আজ শনিবার সকাল ১০টায় বৈধ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুলে দেয়া হবে। সোমবার থেকে ক্লাসমূহ শুরু হওয়ার কথা। গত ১২ আগস্ট ছাত্র লীগের দু'গ্রুপে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষিত হয়।

জানা গেছে যে, একটি নির্দলীয় সংগঠনসহ ৭টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হতে পৃথক পৃথকভাবে প্রায় ৫০টি দাবী পেশ করা হয়েছিল। সেখান থেকে গুটিকয়েক দাবী বিবেচনায় রেখে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কার্যত কোনি সমঝোতা হয়নি। এই অবস্থায় পরিস্থিতি আবারো ঘোলাটে হয়ে গেছে। খোলার সাথে সাথে যে কোন মুহূর্তে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে যাবার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার ভিসি ও প্রোভিসি কর্তৃক আহূত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। ছাত্রনেতারা বলেছেন, কর্তৃপক্ষ তাদের ন্যূনতম দাবীর প্রতিও কর্ণপাত করেননি। বিশেষত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার এবং নির্দিষ্ট ২২টি ক্যাম্পাস বাস চালু না করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অর্থ হয় না বলেও তারা মন্তব্য করেন।

বর্ষাকালীন ছুটি উপলক্ষে একমাস বন্ধের পর গত ১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। কিন্তু ৮ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি পোষাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত ২২টি বাস সেদিন থেকে বন্ধ করে দিলে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এরপর ১২ আগস্ট ছাত্র লীগের দুই গ্রুপে বন্দুকযুদ্ধের ফলে ভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছিল, বাস বন্ধের ঘটনায় উদ্ভূত ছাত্র আন্দোলন ঠেকানোর জন্য পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভার্সিটি বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ হওয়ার প্রায় ৩ সপ্তাহ পর লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমঝোতা প্রয়াস চালানো হয়। ছাত্রশিবির ও ছাত্র লীগের একাংশ সমঝোতায় যায়নি। তবে সকল ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথক দাবী উত্থাপন করে। জানা গেছে, একটি নির্দলীয় সংগঠনসহ ৭টি ছাত্র সংগঠন কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে উত্থাপিত দাবী ছিল প্রায় ৫০টি। এর মধ্যে সকল ছাত্র সংগঠনের অভিন্ন দাবী ছিল ক্যাম্পাস বাস সম্পূর্ণরূপে চালু এবং সন্ত্রাসীদের বিচার। এ ছাড়া ছাত্রদল ১০ দফা, ছাত্র লীগ (একাংশ) ৮ দফা, ছাত্রশিবির ৪ দফা, ছাত্র ইউনিয়ন ৭ দফা, ছাত্রসেনা ৫ দফা, ছাত্রসমাজ ৫ দফা, ছাত্রফ্রন্ট ৭ দফা ও নির্দলীয় স্টুডেন্টস সলিডারিটি ৫ দফা দাবী উত্থাপন করে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১২ আগস্টের ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং বন্ধ ঘোষিত ২২টি বাসের মধ্য হতে ১২টি বাস (একাংশ) চালু রেখে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে কম্পিউটার ল্যাবঃ, কাটা পাহাড়ের রাস্তায় ছাউনি নির্মাণ, টিএসসি স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। সকল ছাত্র সংগঠন সিন্ডিকেটের এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ব্যাপারে

বৃহস্পতিবার ভিসি ও প্রোভিসি সকল ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, হল প্রভোস্ট, প্রক্টরগণ, বিভাগীয় সভাপতিগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছাত্র লীগের কলিম গ্রুপ ছাড়া কোন ছাত্র সংগঠন বৈঠকে যায়নি।